104

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

ভর্তির চিরায়ত এই সংকট অবসানের লক্ষ্যে

রাজধানীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংকট নতুন কোন খবর নয়। প্রতিবছর জানুয়ারি এলেই পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে এ সম্পর্কে বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়। খবরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি থাকে, সরকারি স্কুলগুলোতে এবং কয়েকটি হাতে গোনা নামি-দামি বেসরকারি স্কুলে শূন্য আসনের তুলনায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ঢের বেশি।

সুতরাং ভর্তি হওয়ার জন্যে যুদ্ধ, ভর্তি করানোর জন্যে যুদ্ধ। আর এ নিয়ে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠিত পিতা-মাতা অভিভাবকদের দৌড়-ঝাপ, ডোনেশনের হাই বিডে টিকে থাকার প্রস্তুতি এবং উপর মহলে দেন-দরবার, তদবির। শুধু তাই নয়, রাজধানীর কতিপয় স্কুলে ভর্তি করা সংক্রান্ত একটি আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও চলে আসছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ব্যানার, পোস্টার টাঙিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়, অমুক স্কুলে অমুক ক্লাসে নিশ্চিত ভর্তির জন্যে কোচিং করানো হচ্ছে। এ কিসের ইঙ্গিত? কোন্ সোনার হরিণ পাইয়ে দেয়ারহাতছানি?

এ বছরের খবর, রাজধানীর ১২টি স্কুলের ২ হাজার আসনের জন্যে এক লাখ শিক্ষার্থীকে লড়তে হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় মোট আসনের ৫ গুণ পাস করেছে। সুতরাং মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে তদবির। কোন কোন নামি স্কুলে ডোনেশন প্রথা বাতিল হলেও চালু হয়ে গেছে অন্য ব্যবস্থা। আন্ডার হ্যান্ড কর্মতৎপরতা। খবরে প্রকাশ, ভর্তির সাথে সম্পর্কিত শিক্ষকদের ৫০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা দিতে হবে। তা হলেই ভর্তি নিশ্চিত। শিক্ষার সাথে এই যে দৃশ্যগুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তা কি কাম্য?

এর সমাধান কোথায়? শুধু রাজধানীতেই নয়, তারপরেও বলব, রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি স্কুলে, বিশেষ করে সুনাম অর্জনকারী কতিপয় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ক্রমবর্ধমান ভর্তি সংকট এখন মনে হয় সমাধান ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং সরবরাহের বিশাল ফারাকই এর জন্যে দায়ী। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভাল স্কুলের সংখ্যা সে হারে বাড়ছে না। সুতরাং বাঁকা পথের সন্ধান খোঁজা অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

এ অবস্থা শুধু রাজধানীর নয়, রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন জেলার সরকারি স্কুলগুলোতেও চলছে। অনেক সরকারি স্কুল একাধিক শিফট চালু করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। দেখা গেছে পড়ালেখার মানোন্নয়নের বিচারে এটাও তেমন কার্যকর হচ্ছে না। আমাদের প্রশ্ন, যে পথে, যে পদ্ধতিতে কতিপয় স্কুল সুনাম অর্জন করেছে, সে পথে অন্য সরকারি স্কুলগুলোর মানোন্নয়নে বাধা কোথায়? এ কথা বেসরকারি স্কুলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের দাবি, কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দিন। সরকারি স্কুলগুলোতে ভাল শিক্ষক দেয়াসহ একটি সার্বিক কাঠামোগত ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনুন। মফস্বল শহরগুলোর সরকারি স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। প্রধান শিক্ষক নেই অধিকাংশ স্কুলে। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ভীষণ অভাব। এলাকার প্রভাবশালী শিক্ষক, তিনি ক্রীড়া শিক্ষকও হতে পারেন, তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি ইংরেজি পড়াবেন, অংক করাবেন। তার কাছে প্রাইভেট পড়তে হবে। তা না হলে নির্ঘাত খারাপ ফল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এদিকে নজর দিন। স্কুলগুলোর উপর অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনুন। বেসরকারি স্কুলগুলোকেও প্রতিযোগিতামুখী করুন। সরকার বেসরকারি শিক্ষক বেতনের আশি শতাংশ বহন করছেন।

সুতরাং বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভাল শিক্ষক নিয়োগ, স্কুল পরিচালন কমিটিকে সক্রিয় করা এবং শিক্ষকদেরকে সামাজিকভাবে জবাবদিহি করার একটি সার্বিক পদ্ধতি চালু করতে হবে। সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে। মোট কথা, শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে কোন জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নেই। এটা ফিরিয়ে আনতে পারলে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে বলে আমরা মনে করি। স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো বা একাধিক শিফট চালু করাই যথেষ্ট নয়। চালু সরকারি-বেসরকারি স্কুলগুলোর একাডেমিক এবং প্রশাসনিক গুণগত মানোন্নয়ন করতে পারলে এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতার পদ্ধতি কার্যকর করতে পারলে সব স্কুলের প্রতিই অভিভাবকদের আস্থা আসবে। এভাবে অবসান হতে পারে ভর্তির জন্যে উৎকট প্রতিযোগিতার, দুর্নীতির তথা অসুস্থ পরিবেশের।